জগৎকল্যাণে কুমারকার্ত্তিকেয় : একটি সমীক্ষা

XXXX

সংক্ষিপ্তসার

সংস্কৃতসাহিত্যের সুপ্রাচীন গ্রন্থ *ঋগ্বেদ* থেকে আধুনিকসংস্কৃতসাহিত্যে রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদীর *কুমারবিজয়*-মহাকাব্য পর্যন্ত বহু গ্রন্থে কুমারকার্ত্তিকেয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। *বাল্মীকি-রামায়ণ, বৈয়াসিক-মহাভারত* ও পুরাণসমূহে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়, *কুমারবিজয়*-মহাকাব্যে সাংসারিক কার্ত্তিকেয়, *মৃচ্ছকটিক*-প্রকরণে চৌর্যবৃত্তিধারী মনুষ্যের দেবতা কার্ত্তিকেয়। অধিকন্তু তামিলসংস্কৃতিতে কার্ত্তিকেয় বিশেষ পৌরাণিকদেবতার আসন লাভ করেছে, বঙ্গীয়সমাজে বলিষ্ঠ পুত্রলাভের জন্য তিনি বিশেষভাবে পূজিত হয়ে থাকেন। সংস্কৃতসাহিত্যে বর্ণিত কুমারকার্ত্তিকেয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানপূর্বক জগতের কল্যাণে তাঁর ভূমিকা অনুসন্ধানই এই গবেষণাপত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।

সূচক শব্দ

কুমারকার্ত্তিকেয়, *ঋগ্বেদ, বাল্মীকি-রামায়ণ, বৈয়াসিক-মহাভারত,* মহাকাব্য, পুরাণ।

ভারতীয় সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির অঙ্গরূপে কুমারকার্ত্তিকেয় বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষে আর্যদের আগমনের পূর্বে ও পরে কুমারকার্ত্তিকেয় বিশেষ প্রসিদ্ধ দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল, বর্তমানেও রয়েছে। প্রাচীনসংস্কৃতসাহিত্য থেকে আরম্ভ করে আধুনিকসংস্কৃতসাহিত্য যাবৎ সর্বত্র কুমারকার্ত্তিকেয়ের প্রাসঙ্গিকতা দৃষ্ট হয় কিন্তু কার্ত্তিকেয়ের জন্মবিষয়ে বহুল মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। কোন গ্রন্থে কার্ত্তিকেয়কে হর-পার্বতীর সন্তান, কোন গ্রন্থে অগ্নির পুত্র, কোন গ্রন্থে ছয়কৃত্তিকার সন্তান, কোথাও আবার গঙ্গার পুত্ররূপে দেখানো হয়েছে। আবার কোথাও কার্ত্তিকেয়কে ত্রিভুবনের রক্ষাকর্তা দেবসেনাপতিরূপে, কোথাও সাংসারিক একজন সাধারণ মানুষরূপে, কোথাও বলিষ্ঠ সন্তানের দাতারূপে, কোথাও নিম্নশ্রেণীর চৌর্যবৃত্তিধারীদের আরাধ্য দেবতারূপে দেখানো হয়েছে। কালক্রমে কুমারকার্ত্তিকেয়ের বৈচিত্র্যময় চরিত্র ও জগতের সার্বিক কল্যাণে তাঁর ভূমিকা নিম্নে আলোচিত।

বৈদিকসাহিত্যে যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে *ঋগ্বেদ*-এর বহু স্থানে 'কুমার' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। এখানে 'কুমার' শব্দের উল্লেখ থাকলেও এই কুমার যে কুমারকার্ত্তিকেয় সেই বিষয়ে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায়নি কিন্তু 'কুমার' শব্দটির উৎস রূপে *ঋগ্বেদ*-এর সূক্তগুলি[১] বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

আদিমহাকাব্য *বাল্মীকি-রামায়ণ-এর* আদিকাণ্ডের সাঁইত্রিশতমসর্গে কুমারকার্ত্তিকেয়ের বিশেষ পরিচয় দৃষ্ট হয়। এই সর্গে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রমুনির নিকট গঙ্গার উৎপত্তি সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি গঙ্গার উৎপত্তি বর্ণনা কালে কুমারকার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত উপস্থাপন করেন। হিমালয় ও মেনকার মনোরমা ও সুমধ্যমা নামে দুই কন্যাসন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মনোরমার গর্ভে গঙ্গা ও উমার জন্ম হয়। দেবতাগণ তাঁদের স্বীয়কার্য সাধনের উদ্দেশ্যে গঙ্গাকে প্রার্থনা করেন ও হিমালয় তাঁকে সমর্পণ করেন। উমা ও দেবাদিদেব মহাদেবের বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁরা স্বর্গীয় দিব্য একশতবৎসর অতিবাহিত করলেন কিন্তু তাঁদের সন্তান উৎপন্ন না হওয়ায় দেবগণ চিন্তিত হয়ে পিতামহের নিকট গমন করেন এবং তাঁর পরামর্শে সেখান থেকে মহাদেবের নিকট গমন করে তাঁকে অবগত করালেন যে এই পৃথিবী তাঁর সন্তান ধারণ করতে অসমর্থ। সুতরাং ত্রিলোক রক্ষার্থে দেবীর সঙ্গে ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বনপূর্বক নিজের তেজ নিজেকেই ধারণ করার প্রার্থনা দেবগণ করলেন এবং তিনি ত্রিলোক রক্ষার্থে সম্মত হলেন। কিন্তু তাঁর যে অনুত্তম তেজ বহির্নির্গত হয়েছে, তা কে ধারণ করবেন? দেবগণ তা পৃথিবীতে নিক্ষেপ করতে বললেন, সেই তেজে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপ্ত হয়ে পড়লে দেবতাদের আদেশে অগ্নি সেই তেজ ধারণ করেন। পরে অগ্নি কর্তৃক পরিব্যাপ্ত সূর্য্যসদৃশ

সেই তেজ শ্বেতপর্বতরূপে এবং দিব্যশরবণরূপে পরিণত হয়, যে শরবণে অগ্নিসম্ভব কুমারকার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়।

তেজস্তৎ পৃথিবী যেন ব্যাপ্তা সগিরিকাননা।
ততো দেবাঃ পুনরিদমূচুঃ সর্ব্বে হুতাশনম্।।

প্রবিশ ত্বং মহাতেজো রৌদ্রং বায়ুসমন্বিতঃ।
তদগ্নিনা পুনর্ব্যাপ্তং তজ্জাতঃ শ্বেতর্ব্বতঃ।।

দিব্যং শরবণঞ্চৈব পাবকাদিত্যমন্নিভম্।
যত্র জাতো মহাতেজাঃ কার্ত্তিকেয়োঽগ্নিসম্ভবঃ।।[২]

অতঃপর দেবগণ শিব-পার্বতীর পূজা করলেন, কিন্তু দেবতাদের কার্যকলাপে ক্রুদ্ধ হয়ে পার্বতী তাঁদের অপুত্রক হওয়ার অভিশাপ প্রদান করলেন। তারপর তিনজনই কঠোর তপস্যায় রত হন। অন্যদিকে চিন্তিত দেবগণ সেনাপতি লাভের আশায় পুনরায় পিতামহের নিকট গমন করেন। পিতামহ নির্দেশ দেন - শৈলরাজ হিমালয়ের অপর কন্যা গঙ্গার গর্ভে হুতাশনের আত্মতেজ দ্বারা উৎপন্ন পুত্রই দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হবেন। দেবতাদের নির্দেশে অগ্নি গঙ্গার সম্মতিতে তেজ নিক্ষেপ করলে গঙ্গা তা ধারণে অসমর্থ হয়ে মূর্চ্ছা যান, অগ্নির নির্দেশে তিনি সেই তেজ কৈলাসপর্বতে নিক্ষেপ করেন। নিক্ষেপমাত্রই তা সুবর্ণবর্ণে পরিণত হয় এবং সেই স্থান থেকে কুমারের জন্ম হয়।

নিক্ষিপ্তমাত্রে গর্ভে তু তেজসাস্যনুরঞ্জিতম্।
সর্ব্বং পর্ব্বতসম্বন্ধং সৌবর্ণমভবত্তদা।।

জাতরূপমিতি খ্যাতং ততঃ প্রভৃতি রাঘব।
সুবর্ণং প্রাদুর্ভবৎ বহ্নিতেজোভবং শুচি।।

কুমারশ্চাভবত্তত্র তরুণার্কসমদ্যুতিঃ।
বহ্নিতেজোভবঃ শ্রীমান্ গঙ্গাকুক্ষিপরিচ্যুতঃ।।[৩]

অনন্তর ইন্দ্রের সঙ্গে মরুদ্গণ তা দর্শন করে স্তন্যদুগ্ধ প্রদানের কৃত্তিকাদের নিযুক্ত করলেন। তখন কৃত্তিকাগণ ‘এই পুত্র আমাদের নামানুসারে বিখ্যাত হবে’ এই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে স্তন্যদুগ্ধ পান করালেন। দেবতাগণ তাঁদের প্রতিশ্রুতি অনুসারে কুমারের নাম কার্ত্তিকেয় এবং তাঁর অগ্নিসদৃশ মহাতেজ দেখে 'স্কন্দ' নাম প্রদান করলেন। ছয়টি মুখমণ্ডল দ্বারা দুগ্ধপান করায় 'ষড়ানন' নামে খ্যাত হলেন। সেই দুগ্ধপান করে একদিনেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলেন এবং বহু দৈত্যসেনা জয় করলেন। অতঃপর অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ মিলিত হয়ে তাঁকে দেবসেনাসমূহের অধিনায়করূপে অভিষিক্ত করলেন।

মহাভারত-এর শল্যপর্বের একচল্লিশতম অধ্যায়ে বৈশম্পায়ণ জনমেজয়কে কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকবৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন পূর্বকালে দেবাদিদেব মহাদেবের রেত স্খলিত হয়ে অগ্নিতে পতিত হয়েছিল কিন্তু অগ্নি সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে তা গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। গঙ্গাদেবীও সেই রেত ধারণ করতে অসমর্থ হয়ে হিমালয়ে নিক্ষেপ করেন। ছয়জন কৃত্তিকা হিমালয়ের উজ্জ্বল দীপ্তি লক্ষ্য করেন এবং সেই রেত থেকে পুত্র উৎপন্ন হলে তাঁরা পরস্পর নিজেদের পুত্র মনে করে, তাঁর নিকট গমন করেন। তারপর তাঁকে মাতৃস্নেহে স্তন্যদুগ্ধ পান করান এবং আশ্চর্যজনকভাবে সেই বালক ছয়টি মুখ ধারণ করে সেই দুগ্ধ পান করেন। বৃহস্পতি সেই বালকের জাতকর্মাদি সম্পন্ন করেন। কুমার দেবাদিদেব মহাদেবের দিকে আগমন করলে পার্বতী, অগ্নি, গঙ্গা, মহাদেব সকলেই ভাবলেন কুমার তাঁদের দিকে আসছেন। তাঁদের অভিপ্রায় অবগত হয়ে যোগবলে কুমার 'স্কন্দ' রূপধারণ করে মহাদেবের নিকট এবং 'বিশাখ', 'শাখ' ও 'নৈগম' রূপ ধারণ করে যথাক্রমে পার্বতী, অগ্নি, গঙ্গার নিকট গমন করলেন। এই ঘটনা দেখে সকলে আশ্চর্য হলেন। অনন্তর মহাদেব, পার্বতী, অগ্নি ব্রহ্মার নিকট প্রণিপাত করে কার্ত্তিকেয়কে আধিপত্য দান করার অনুরোধ করলেন এবং পিতামহ ব্রহ্মা সমস্ত দিক বিবেচনাপূর্বক কুমারকে দেবসেনাপতি নির্বাচন করলেন।

পূর্বমেবাদিদেশাসৌ নিকায়েষু মহাত্মনাম্।

সমর্থঞ্চ তমৈশ্বর্য্যে মহামতিরমন্যত।।

ততো মুহূর্ত্তং স ধ্যাত্বা দেবানাং শ্রেয়সি স্থিতঃ।
সৈনাপত্যং দদৌ তস্মৈ সর্বভূতেষু ভারতঃ।।[৪]

সকলেই কুমারের স্তুতি করতে থাকেন, অনুচরেরা কোলাহলে নৃত্য করতে লাগলেন। আবার বালির পুত্র বাণ ক্রৌঞ্চপর্বতে আশ্রয় করে দেবতাদের পীড়ন শুরু করলে কার্ত্তিকেয় বাণের দিকে ধাবিত হন কিন্তু সে প্রাণভয়ে পর্বতের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে কার্ত্তিকেয় ক্রুদ্ধ হয়ে অগ্নি প্রদত্ত বাণদ্বারা ক্রৌঞ্চপর্বতকে বিদারণ করেন, সেখানে বসবাসকারী সকলপ্রাণী বিচলিত হয়ে পড়ে। তারপর পর্বত থেকে শতশত ও সহস্র সহস্র দৈত্য নির্গত হয় কার্ত্তিকেয় ও তাঁর অনুচরেরা মিলিতভাবে সকলকে হত্যা করেন। এরপর স্বর্গীয় রমনীগণ কার্ত্তিকেয়ের উপর পুষ্পবৃষ্টি ও গন্ধর্ব্বেরা ও যাজ্ঞিক-মহর্ষিরা তাঁর স্তব করতে লাগলেন।

মহাভারতের অনুশাসনপর্বের তিয়াত্তরতম অধ্যায়ে পিতামহ ভীষ্ম কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে সুবর্ণদানের মাহাত্ম্যবর্ণনাবসরে কার্ত্তিকেয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। এখানেও পূর্বোক্ত বৃত্তান্তের অনুসরণ করা হয়েছে। হিমালয় কন্যা পার্বতী ও মহাদেবের বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর সঙ্গমে লিপ্ত হলে জগতের হিতার্থে মহাদেবের নিকট দেবতাদের গমন, তিনি সম্মতি প্রদানপূর্বক তাঁর রেত উপরের দিকে নিলেন, তাই তিনি সেই সময় থেকে অদ্যাবধি উর্দ্ধরেত হলেন। শিবের অনুত্তমতেজ অগ্নিতে পতিত হল। অগ্নি গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর গর্ভে রেত স্থাপন করলেন কিন্তু গঙ্গার পক্ষে সেই রেত ধারণ করা দুঃসহ হয়ে উঠল। অগ্নি ও অন্যান্য দেবতাদের নিষেধ সত্ত্বেও সুমেরুপর্বতে তিনি সেই গর্ভ ত্যাগ করলেন। সুমেরুপর্বত উজ্জ্বল সুবর্ণবর্ণের ন্যায় আলোকিত হয়ে উঠল। গঙ্গাদেবীর গর্ভ শরবণে বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং বালকে পরিণত হল। ছয়জন কৃত্তিকা সেই দীপ্তিসম্পন্ন বালককে দেখতে পেয়ে তাঁর নিকট গমন করে স্তন্যদুগ্ধ পান করালেন এবং পুত্ররূপে পালন-পোষণ করতে লাগলেন। সেই কারণে সুন্দর কান্তিযুক্ত সেই বালকের নাম কার্ত্তিকেয় লাভ করল, শিবের স্খলিত রেত থেকে উৎপন্ন বলে তাঁর নাম 'স্কন্দ' প্রাপ্ত হল এবং সুমেরুপর্বতের গুহায় বাস করেছিল বলে তাঁর নাম হয় 'গুহ'।

স তু গর্ভো মহাতেজা গাঙ্গেয়ঃ পাবকোদ্ভবঃ।
দিব্যং শরবণং প্রাপ্য ববৃধেঽদ্ভুতদর্শনঃ।।

দদৃশুঃ কৃত্তিকাস্তন্তু বালার্কসদৃশদ্যুতিম্।
পুত্রং বৈ তাশ্চ তং বালং পুপুষুঃ স্তন্যবিস্রবৈঃ।।

ততঃ স কার্ত্তিকেয়ত্বমবাপ পরমদ্যুতিঃ।
স্কন্নত্বাৎ স্কন্দতাং চাপি গুহাবাসাদ্গুহোঽভবৎ।।[৫]

বহু পুরাণে কুমারকার্ত্তিকেয়ের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। যেমন - বায়ুপুরাণের বাহাত্তরতম অধ্যায়ে সূত কার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। শৈলরাজ ও মেনার কন্যা উমা। উমার সাথে শিবের বিবাহ হয়। ইন্দ্র তাঁদের সন্তান উৎপত্তির আশঙ্কায় ভীত হয়ে অগ্নিকে তাঁদের রতিকালে বিঘ্ন সম্পাদনের জন্য প্রেরণ করেন। কক্ষে প্রবেশ মাত্রই বিঘ্ন সম্পাদিত হয়, মহাদেবের রেত ভূমিতে পতিত হয়। উমাদেবী অসন্তুষ্ট হয়ে অগ্নিকে মহাপ্রত রৌদ্ররেত ধারণ করে গর্ভধারণ করার অভিশাপ প্রদান করেন। এরপর অগ্নি গর্ভধারণজনিত ক্লেশ সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে গঙ্গাদেবীকে তা ধারণ করার অনুরোধ করেন, তিনি সম্মতি প্রদান করেন এবং হিমালয়ের শরবণ নামক স্থানে গর্ভমোচন করেন। সেখানেই প্রতাপবান রুদ্রাগ্নিগঙ্গাতনয় কুমারের জন্ম হয়।

তয়া পরিগতং গর্ভং কুক্ষৌ হিমবতঃ শুভে।
শুভং শরবণং নাম চিত্রং পুষ্পিতপাদপ।
তত্র তৎ ব্যসৃজদগর্ভং দীপ্যমানমিবানলম্।।

রুদ্রাগ্নিগঙ্গাতনয়স্তত্র জাতোঽরুণপ্রভঃ।

আদিত্যশতশঙ্কাশোং মহাতেজাঃ প্রতাপবান্।।

তস্মিন্ জাতে মহাভাগে কুমারে জাহ্নবীসুতে।
বিমানযানৈরাবকাশং পতত্রিভিরিবাবৃতম্।।[৬]

সমস্ত দেবগণ অভিষেকের নিমিত্ত উপস্থিত হলে কুমার প্রীতিবশত যুগপৎ সকলকে দেখার জন্য ছয়টি মুখ ধারণ করলেন। কুমারের জন্মের পর তাঁর তেজে সকল দেববিরোধী দানবগণ স্কন্দিত বা ব্যথিত হয়েছিলেন, তাই তাঁর নাম 'স্কন্দ'। তারকাসুরকে বধ করার নিমিত্ত দেবগণ কুমারকে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন।

ব্যাসদেব রচিত *শিবপুরাণ*-এর নবম অধ্যায়ের 'জ্ঞানসংহিতায়' কুমারকার্ত্তিকেয়ের বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে দেখা যায় তারকাসুরের কঠোর তপস্যার কারণে ভীত দেবগণ পিতামহ ব্রহ্মার নিকট আসেন তারকাসুরকে বর প্রদান করার অনুরোধ নিয়ে। পিতামহ সম্মত হন এবং তারকাসুরকে বর প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে গমন করেন এবং তাঁকে দুটি বর প্রদান করেন – প্রথম বরে তারকাসুরের তুল্য বলশালী ত্রিভুবনে কোন প্রাণী হবেনা। দ্বিতীয় বরে শিবরেত থেকে উৎপন্ন পুত্র দেবসেনাপতি হয়ে অস্ত্র নিক্ষেপ করলে তারকাসুরের বিনাশ হবে।

বরদ্বয়ং তদা দেয়ং শ্রুয়তাঞ্চ পিতামহ।
ত্বয়া চ নিমিত্তে লোকে মত্তুল্যো বলবান্ নহি।।

শিববীর্য্য সমুৎপন্নঃ পুত্র সেনাপতির্যদা।
ভূত্বা শস্ত্রং ক্ষিপেন্মহ্যং তদা মে মরণং ভবেত্।
ইত্যুক্তে চ তদা তেন ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।।

বরঞ্চ তাদৃশং দত্ত্বা দেবানুজ্ঞাপরায়ণ।।[৭]

এরপর তারকাসুর বর লাভ করে একে একে ত্রিভুবন অধিকার করলে, দেবগণ পুনরায় ব্রহ্মার নিকট আগমন করে তারকাসুরের নিধনের অনুরোধ করেন। তখন ব্রহ্মা জানান শিবরেত হতে উৎপন্ন পুত্রই একমাত্র তারকাসুরকে বধ করতে সমর্থ হবে। সেইসময় হিমালয়ে তপস্যারত শিবকে উমাদেবী সেবা করছিলেন, সুতরাং সেখানেই শিব ও উমার সংযোগ হতে পারে। তাঁদের বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর উভয়ের মিলনে জাত পুত্রের দ্বারা তারকাসুরের বিনাশ সম্ভব হবে। কারণ উমা ভিন্ন অন্য কোন নারী শিবরেত ধারণে সক্ষম নয়। সুতরাং উমা ও পার্বতীর মিলনের নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্র কামদেবকে আহ্বান জানিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করালেন, তিনিও মহাদেবের ধৈর্য ভঙ্গ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এরপর কামদেব হিমালয়ে তপস্যারত শিব ও তাঁকে পরিচর্যায় রত পার্বতীর মধ্যে প্রেমভাব সৃষ্টির জন্য সেইস্থানে অকাল বসন্তের আগমন ঘটালেন। হিমালয় পুষ্পে ও ফলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। পার্বতীও অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত হয়ে সেখানে আগমন করলেন। সুযোগ বুঝে কামদেব কামবাণ প্রয়োগ করে বামপার্শ্বে অবস্থান করলেন। দেবাদিদেবও তপস্যা থেকে বিরত হয়ে পার্বতীর রূপের বর্ণনা আরম্ভ করলেন। এরপর তিনি পার্বতীর বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করতে গেলে পার্বতী সরে দাঁড়ান। তারপর মহাদেব চিন্তা করলেন, তিনি কি মোহগ্রস্ত হয়েছেন? সাথে সাথেই বিবেক লাভ করেই দৃঢ়ভাবে আসনে উপবিষ্ট হলেন। কারণ অনুসন্ধান করে দেখলেন কন্দর্পের বাণ তাঁকে বামদিক হতে আকর্ষণ করছে। তখন তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অনুতপ্ত হয়ে তৃতীয়নেত্র হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে কন্দর্পকে ভস্ম করে দিলেন, কন্দর্প ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে পরলোক গমন করলেন। তাঁর এই পরিণতি পর্যবেক্ষণ করে দেবগণ, সখীসহ পার্বতী সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন। কামদবের পত্নী রতি এই অকালমৃত্যু সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে মূর্চ্ছা গেলেন, পরে চৈতন্য লাভ করে ভীষণ করুণভাবে বিলাপ করতে শুরু করলেন। পুনরায় দেবাদিদেব কন্দর্পের প্রত্যাবর্তনের আশ্বাস দিলে তিনি প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। পার্বতী গৃহে প্রত্যাগমন করে শিব শিব বলে অনুতাপ করতে থাকেন। দেবর্ষি নারদ সেখানে গমন করে তপস্যার দ্বারা মহাদেবকে লাভ করার পরামর্শ প্রদান করেন এবং সেই স্থান ত্যাগ করলেন। পার্বতী কঠোর তপশ্চর্যা শুরু করলেন, তা দেখে দেবগণ নারদকে মহাদেবের নিকট প্রেরণ করলেন, যাতে মহাদেব প্রীত হয়ে পার্বতীর অভীষ্ট বর প্রদান

করেন। দেবাদিদেবও সম্মত হয়ে বৃদ্ধের বেশধারণ করে সেখানে গমন করলেন। পার্বতী তাঁকে যথাযথ সম্মন প্রদর্শন করে পরিচর্যা ও কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করলেন, দেবাদিদেব তাঁর পরিচয় গোপন করে তিনি পার্বতীর তপঃপ্রবৃত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করে বললেন - যদি মনোমত পতির কামনায় এইরূপ তপঃপ্রবৃত্তি হয়ে থাকে, তবে এখনই তপস্যা হতে নিবৃত্ত হও কারণ রত্ন কখনো গ্রহীতার কামনা করে না, গ্রহীতা নিজেই রত্নকে অন্বেষণ করেন। তারপর পার্বতী কর্তৃক প্রেরিতা সখী তপশ্চর্যা করার কারণ সহ সমস্ত বৃত্তান্ত বৃদ্ধবেশধারী শিবকে শোনালেন এবং শিবকে স্বামীরূপে লাভের জন্যই পার্বতীর এই তপস্যা, এই কথাও জানালেন। দেবী স্বয়ং নিজমুখে তা স্বীকার করলেন। এরপর সেই বৃদ্ধ শিবের চরম নিন্দা করলেন এবং পার্বতী ও শিবের মধ্যে মিলন অসম্ভব তা পার্বতীকে জানালেন। পার্বতী শিবনিন্দায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উক্ত বৃদ্ধকে অপমান করলেন এবং শিবের প্রশংসা করে সেই স্থান পরিত্যাগ করতে চাইলে শিব তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করে বর প্রার্থনা করতে বললেন। পার্বতীর তপস্যা, প্রেমাতিশয্য এবং সৌন্দর্য দ্বারা শিব তাঁর দাসে পরিণত হয়েছেন তা জানালেন এবং তাঁর সাথে গৃহে গমন করার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু পার্বতী দেবাদিদেবকে চিরাচরিত প্রথানুসারে পিতৃগৃহ থেকে নিয়ে যেতে বললেন। মহাদেবও সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে দেবতাদের সঙ্গে যথাসময়ে হিমালয়ের গৃহে বিবাহ নিমিত্ত অবস্থান করলেন। কিন্তু মেনকা শিবের রূপদর্শন করে শিবের সঙ্গে বিবাহ দিতে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। তখন সকল দেবতাগণ পার্বতীকে বোঝালেন এবং শিবকে সমাদর করতে বললেন। অনেক সময়পর তিনি প্রকৃতস্থ হলেন এবং নারদের অনুরোধে পুনর্বার দর্শন করলেন এবং তাঁর শোভা দর্শন করে চিত্র্যালিখিতার ন্যায় অবস্থান করলেন। পার্বতী তাঁকে নিজের বশে করেছেন সেই জন্য তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন ও বিবাহের সমস্ত কার্য সম্পন্ন করলেন। এরপর সবাই আনন্দের সঙ্গে কৈলাসে গমন করলেন এবং সুরতক্রীড়ায় মত্ত হলেন। এদিকে তারকাসুরের অত্যাচার ক্রমশ বৃদ্ধি পেল, অন্যদিকে তাঁদের সন্তান উৎপাদনে বিলম্ব হওয়ায় দেবগণ অগ্নিকে কারণ অনুসন্ধানের জন্য শিবকক্ষে প্রেরণ করেন। অগ্নি কপোতবেশ ধারণ করে কক্ষে প্রবেশমাত্রই শিব বুঝতে পারেন এবং সুরতক্রীড়া হতে নিবৃত্ত হয়ে অগ্নিকে মহাবীর্য্য প্রদান করলেন কিন্তু অগ্নি তা ধারণে অসমর্থ হয়ে গঙ্গায় নিক্ষেপ করলেন, গঙ্গাও অসমর্থ হয়ে শরবণে নিক্ষেপ করলেন। সেখানেই এক সুন্দর বালকের জন্ম হয়। তখন সেই স্থানে ছয়জন রাজকন্যা স্নান করতে আসেন এবং পরস্পর পরস্পরকে 'আমার সন্তান' বলে দাবি করতে থাকেন, ফলে ওই বালক ছয়টি মুখ ধারণ করে ছয়জন রাজকন্যার দুগ্ধপান করলেন। সেই কারণে তাঁর নাম 'ষাণ্মাতুর' ও পরে 'স্কন্দ', 'শরজন্মা', 'গঙ্গাপুত্র' নামে পরিচিতি লাভ করেন।

> নিক্ষিপ্তঞ্চ শরস্তম্বে তত্র বালো ব্যজায়ত।
> সুন্দরঃ সুভগঃ শ্রীমান দর্শনাৎ সুখদায়কঃ।।
>
> এতস্মিন্নন্তরে তত্র রাজকণ্যাঃ সমাগতাঃ।
> ষট্সংখ্যাশ্চৈব স্নানার্থং তাভির্দৃষ্টস্তু বালকাঃ।।
>
> মদীয়োঽয়ং মদীয়শ্চ বদন্তশ্চ পরস্পরম্।
> সম্পাদ্য যন্মুখানীহ পীতং স্তন্যং স্বয়ং তদা।।
>
> ষাণ্মাতুরস্তদা নাম প্রসিদ্ধন্তু মহাত্মনঃ।
> পার্ব্বতীনন্দনো নাম শরজন্মা ততঃ পরম্।।[৮]

পদ্মপুরাণ-এর সৃষ্টিখণ্ডে দৃষ্ট হয় যে, দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং পার্বতীদেবীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মুনিগণের দ্বারা হিমালয়ের কাছে বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ করেন। পার্বতী ও হিমালয় উভয়ের সম্মতিক্রমে বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কিন্তু তারপর মহাদেব তাকে কৃষ্ণা বলায় পার্বতী অপমানিতবোধ করেন এবং পরস্পর ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েন, তারপর বীরককে মহাদেবের দায়িত্ব দিয়ে চলে যান। এরপর তিনি কঠোর তপস্যা করতে শুরু করেন। ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে গৌরাঙ্গ লাভের বর প্রদান করেন। গৌরাঙ্গী হয়ে শিবের কাছে পুনরাগমন এবং দিব্যশতসহস্র বছর কক্ষে আবদ্ধ থাকেন। শিবের কক্ষাভ্যন্তর বৃত্তান্ত জানার জন্য দেবগণ অগ্নিকে প্রেরণ করেন, শুকরূপী অগ্নি কক্ষে প্রবেশ মাত্রই শিব বুঝতে পারেন। তাঁদের রতিকালে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য

শিবতেজের অর্ধাংশ উমাদেবীর গর্ভে ও অর্ধাংশ ভূমিতে পতিত হয়। শুকরূপী অগ্নিকে মহাদেব তা পান করার নির্দেশ দেন। অগ্নি তা পান করেন। ঋভু নামক দেবগণ যারা অগ্নিবক্ত্র নামে পরিচিত, তাঁরা এর দ্বারা প্লাবিত হলেন। তাঁদের জঠর ভেদ করে বহু যোজন বিস্তৃত সুবিশাল সরোবর উৎপন্ন হয়। পার্বতী একদিন সেই সরোবরে জলক্রীড়া করতে উপস্থিত হন। সেখানে কৃত্তিকাদের স্ব স্ব পাত্রে জল নিয়ে যেতে দেখে জলপান করতে চাইলেন, কিন্তু তাঁরা জানান সেই জলপান করে পার্বতীর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হবে সে কৃত্তিকাদের নামেই পরিচিত হবে। পার্বতী সম্মত হয়ে সেই জল পান করলেন এবং তাঁর বামকুক্ষিভেদ করে এক অদ্ভুত পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তিনি পরবর্তীকালে কুমার, স্কন্দ, বিশাখ, ষড়ানন নামে পরিচিতি লাভ করেন।

কালিকাপুরাণ-এর ছেচল্লিশতম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে দৃষ্ট হয় যে, ইন্দ্রাদি দেবগণ মহাদেবের নিকট তারকাসুরের বধের নিমিত্ত উমার গর্ভে তাঁর ঔরসে সন্তান প্রার্থনা করেন। তিনি সম্মত হয়ে উমাদেবীর সঙ্গে সুরতক্রীড়া আরম্ভ করলেন কিন্তু উভয়ই নিধুবনে তৃপ্তি লাভ করলেন না। ফলে নিধুবন সহ সমগ্রজগৎ আকুলীভূত হল, দেবতাগণ চিন্তিত হয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার নিকট গমন করলেন। ব্রহ্মা বললেন হরপার্বতীর সন্তান দেবগণ সমগ্র ত্রিভুবনের দুঃসহ হয়ে উঠবে। সুতরাং দেবগণ কৈলাসে গমন করে মহাদেবের স্তুতি করলেন এবং হর-পার্বতীর সন্তান যাতে না উৎপন্ন হয় সেই ব্যবস্থা করলেন। দেবগণ সেইমত কার্য করলেন। দেবাদিদেবও মহামৈথুন ত্যাগ করে রতিমাত্র অবলম্বন করলেন। দেবতাদের আহ্বান করে তেজ ত্যাগ করলেন এবং দেবতাদের আদেশে অগ্নি সেই তেজ ধারণ করলেন।

> তারকস্য বধার্থায় দেবৈঃ শক্রপুরোগমৈঃ।
> স্তুতিভির্নতিভিঃ শম্ভুং সন্ততির্যাচিতা পুরা।।
>
> উমায়াং জায়তে পুত্রো যদি শঙ্করতেজসা।
> অশক্যঃ সর্বলোকেশৈঃ সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈ।।[৯]

অগ্নি সেই তেজ নিজ প্রভাবে আকাশগঙ্গার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করবেন এবং পরিত্যক্ত তেজের পরমাণুদ্বয়, পরিমিত অল্পতেজ গিরিসানুতে পতিত হয়ে ভৃঙ্গ ও অঞ্জন সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ মহাকালের জন্ম হয়। হর-পার্বতী তাঁদের পালন করে গণাধিপতিরূপে দ্বারে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু পার্বতী সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে দেবতাদের অপুত্রক হওয়ার অভিশাপ প্রদান করেন। এরপর আকাশগঙ্গার গর্ভে হতে দুটি সুন্দর সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু পরে তাঁরা একটি দেহে পরিণত হয়, ফলে গঙ্গা বিস্মিত চিত্ত হয়ে তাঁকে শরবণে ত্যাগ করে আসেন। পরে শিবের শক্তির প্রভাবে সেই সন্তান মহাপরাক্রমশালী হয়ে উঠলেন এবং দেবসেনাপতিপদে অধিষ্ঠিত হয়ে তারকাসুরকে বধ করলেন।।

> সোঽতিবৃদ্ধঃ শক্তধরো মহাবলপরাক্রমঃ।
> বর্দ্ধিতঃ শঙ্করেণাশু দেবসেনাধিপোঽভবৎ।।
>
> ততঃ সুরারিং সগণং তারকং লোকতারকম্।
> শক্তিহস্তো হরসুতঃ প্রমমাথ মহাবলম্।।[১০]

পূর্বোক্ত পুরাণগুলির ন্যায় *স্কন্দপুরাণ-এ* দেবাদিদেবের স্কন্ন অর্থাৎ স্খলিত রেত হতে কুমারের জন্ম হয়, তাই তার নাম 'স্কন্দ' হয়। এই পুরাণে শিব ও পার্বতীর অত্যন্ত প্রিয় পুত্ররূপে কুমারকার্ত্তিকেয়কে দেখানো হয়েছে। কুমারের বয়স পাঁচবছর অতিক্রান্ত হলে দেবতারা কুমারকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন। তারপর কুমার তারকাসুর নিধন নিমিত্ত তাম্রবতী নগরে গমন করলেন। শঙ্খ নাদিত হলে, সসৈন্যতারকাসুর পুর হতে নির্গত হয়ে কুমারের সাথে প্রবল যুদ্ধে প্রাণ হারান। দেবতাগণ কুমারের প্রশংসা করলেন।

> তদ্ভগ্ন দানববলং দৃষ্ট্বা স যুযুধে রণে।
> বভঞ্জ সদ্যো দেবেশো বাণজালৈরনেকধা।।
>
> শক্তিনামুধ্য গাঙ্গিন্যাশ্চিক্ষেপ কৃষ্ণপ্রেরিতাঃ।

সরথঞ্চ সযন্তারং চক্রে তং ভস্মসাৎ ক্ষণাৎ।।

শেষাঃ পাতালগমন হতং দৃষ্ট্বাথ তারকম্।
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে শসংসুস্তস্য বিক্রমম্।।[১১]

বরাহপুরাণে শিব নিজদেহস্থিত শক্তি উমাতে সংক্ষোভিত করে অহংকাররূপে কার্ত্তিকেয়কে সৃষ্টি করেছেন ও সেনাপতিরূপে নিযুক্ত করার কথা বলা হয়েছে।[১২] *মৎস্যপুরাণে* কুমারকার্ত্তিকেয়কে অগ্নির পুত্ররূপে দেখানো হয়েছে[১৩] এবং এই পুরাণে তাঁর প্রতিমা বর্ণিত হয়েছে[১৪]। *বামনপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* ও *লিঙ্গপুরাণে* কুমারকার্ত্তিকেয়ের একই বৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

মহাকবি কালিদাসের রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম ও প্রসিদ্ধ মহাকাব্য হল *কুমারসম্ভব*। এই মহাকাব্য প্রধানত সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত। প্রথম সর্গ থেকে ষষ্ঠ সর্গ পর্যন্ত শিবপুরাণের কাহিনীকে অনুসরণ করেছেন মহাকবি। সপ্তম সর্গে শিব-পার্বতীর বিবাহ বর্ণন, শিবের বিবাহযাত্রার ও বরযাত্রীদের মনোরম বর্ণনা, কামদেবের পুনর্জীবন লাভ, শিব-পার্বতীর কৌতুকাগার প্রবেশাদি এই সর্গে বর্ণিত। অষ্টম সর্গে শিব-পার্বতীর কামসূত্রানুসারে রতিবিলাসাদি সম্ভোগশৃঙ্গার রসের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। উভয়ের হিমালয়ের গৃহে গমন, কৈলাসগমন ও জলক্রীড়া বর্ণনা এই সর্গে দৃষ্ট হয়। নবম সর্গে ইন্দ্রের নির্দেশে অগ্নি কপোতরূপ ধারণ করে শিব-পার্বতী সম্ভোগালয়ে প্রবেশ করেন। প্রবেশমাত্র অগ্নি ক্রুদ্ধ শিবকে ইন্দ্রের সন্দেশ প্রদান করেন এবং শিব অগ্নিতে শুক্র স্থাপন করেন। অন্তিমে শিব-পার্বতীর বিহার বর্ণনা দ্বারা সর্গ সমাপ্তি হয়েছে। দশম সর্গে শিবতেজ প্রভাবে অগ্নির বিরূপত্ব প্রাপ্তি এবং ইন্দ্রের নির্দেশে শিব শুক্র গঙ্গায় স্থাপন করেন। ছয়জন কৃত্তিকা ভাগীরথীতে স্নান করায় শুক্রের সংস্পর্শে এসে গর্ভধারণ করেন এবং তাঁদের গর্ভ থেকেই কুমারের জন্ম হয়।

অমোঘং শাম্ভবং ৰীজং সদ্যো নদ্যোজ্বিতং মহৎ।
তাসামভ্যদরং দীপ্তং স্থিতং গর্ভত্বমাগতম্।।

সুজ্ঞা বিজ্ঞায় তা গর্ভভূতং তদ্বোঢুমক্ষমাঃ।
বিষাদমদধুঃ সদ্যো গাঢ়ং ভর্তৃভিয়া হ্রিয়া।।

ততঃ শরবণে সার্ধং ভয়েণ ব্রীড়য়া চ তাঃ।
তদ্গর্ভজাতমুৎসৃজ্য স্বান্গৃহানভিনির্যয়ুঃ।।[১৫]

একাদশ সর্গে ইন্দ্রাদি দেবতাদের অনুরোধে ছয়জন কৃত্তিকা দুগ্ধ পান করান। পার্বতী কুমারের জন্মবিষয়ে শিবকে জিজ্ঞাসা করেন এবং শিব কুমারের জন্মরহস্য উদ্ঘাটন করেন। উভয় মিলে কুমারকে নিতে যান, এরপর কুমারজন্মোৎসব, কুমারের লীলা ও জলক্রীড়ার বর্ণনা দ্বারা সর্গ সমাপ্ত হয়। দ্বাদশ সর্গে ইন্দ্র তারকাসুর দ্বারা পীড়িত হয়ে শিবগৃহাগমন করে কৈলাসশোভা দর্শন করেন, সেখানে কুমারকে দেখে আশ্বস্ত হলেন এরপর ইন্দ্র কর্তৃক তারকাসুরের উপদ্রব বর্ণিত হয়েছে। ত্রয়োদশ সর্গে শিব-পার্বতীর নির্দেশে কুমার তারকাসুরকে বধের নিমিত্ত সর্গে গমন করে সমস্ত দেবতাদের অভয় প্রদান করেন এবং সবার প্রশংসা লাভ করেন। কুমার বিধ্বস্ত সর্গ দর্শন করে ক্রুদ্ধ হন। চতুর্দশ সর্গে তারকাসুর বধ নিমিত্ত ইন্দ্রাদি দেবতা দ্বারা কুমার সজ্জীকরণ ও প্রস্থান বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চদশ সর্গে যুদ্ধ নিমিত্ত কুমারের তারকাসুরাভিমুখাগমন, দেবতাদের ক্ষোভপ্রাপ্তি, তারকাসুরের বর্ণনা, পঞ্চমহোৎপাত বর্ণনা, ষোড়শ সর্গে দেবতা ও অসুরদের তুমুল যুদ্ধ বর্ণনা এবং সপ্তদশ সর্গে কুমারের বাণে দেবতাদের নাগপাশ থেকে মুক্তি, তারকাসুর ও কুমারের মধ্যে উক্তি-প্রত্যুক্তি ও বায়ু অস্ত্র প্রয়োগের দ্বারা তারকাসুরবধ দর্শিত হয়েছে।

আধুনিকসংস্কৃত কবি রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী তাঁর অন্যতম অমর সৃষ্টি হল *কুমারবিজয়*- মহাকাব্য। এই মহাকাব্য মোট নয়শত পদ্য ও একাদশ সর্গে নিবদ্ধ। *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের প্রথম সর্গ থেকে অষ্টম সর্গ পর্যন্ত বিষয়বস্তুর সঙ্গে এই মহাকাব্যের প্রথম সর্গের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এই সর্গে শিব-পার্বতীর মিলন, ইন্দ্রের নির্দেশে অগ্নি কপোতরূপ ধারণ করে শিব-পার্বতীর সম্ভোগালয়ে প্রবেশ করেন, শিব কর্তৃক অগ্নিতে শুক্র স্থাপন করেন, শিবতেজ প্রভাবে অগ্নির বিরূপত্ব প্রাপ্তি এবং ইন্দ্রের নির্দেশে শিবশুক্র গঙ্গায় স্থাপন করেন। ছয়জন কৃত্তিকা ভাগীরথীতে স্নান করায় শুক্রের সংস্পর্শে

এসে গর্ভধারণ এবং তাঁদের গর্ভ থেকেই কুমারের জন্ম হয়। এখানে দেবসেনার পতি রূপে সাংসারিক কার্ত্তিকেয়কে দেখানো হয়েছে । অন্তিমে শিব প্রশস্তি, তারকাশক্তির প্রভাব বর্ণনা দ্বারা প্রথম সর্গ সমাপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয় সর্গে তারকাসুরবধ নিমিত্ত কুমারের অগ্নিরূপতা লাভ ও যুদ্ধের ভায়াবহতা দর্শিত হয়। তৃতীয় সর্গে কুমারের অগ্নিরূপের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। চতুর্থ সর্গে কুমারের বৈশিষ্ট তথা বাহনাদির বর্ণনা এবং পবমান মূর্তির বর্ণনা লব্ধ হয়। পঞ্চম সর্গে কুমারের ষড়ানন মূর্ত্তি, ব্যোমমূর্ত্তি, অগ্নি, জল, বায়ুকে জয় করার বর্ণনা পাওয়া যায়। ষষ্ঠ সর্গে চেদীশ্বরের বর্ণনিত হয়েছে। সপ্তম সর্গে কুমার কর্ত্তৃক তারকাসুরের মনে ভয়ের সৃষ্টি হয় এবং ভয় মানেই মৃত্যু।

> আসঞ্চক্রে সমাসামপি ৰত ককুভাং সংবিতানেঽভিমানে-
> নাপূর্যান্তর্বিতানং কিমপি স সদা তারকাখ্যঃ সুরারিঃ।
>
> প্রকট্যং প্রাপ্য ভীতির্হৃদিবচ সুররিপোস্তস্য তীব্রস্য তীব্রা
> যা বৈ নামান্তরং বৈ ভজতি মৃতিরিতি খ্যাপিতং বিশ্বপৃষ্ঠে।।[১৬]

অষ্টম সর্গে তারকাসুরবধ নিমিত্ত কুমারাভিনন্দন এবং ঋতু বর্ণনা দ্বারা সর্গ সমাপ্তি। নবম, দশম, একাদশ সর্গে যথাক্রমে দেবাদিদেব মহাদেবের প্রশংসা লক্ষিত এবং কবি ব্রহ্মার স্মরণ করেছেন। অন্তিমে কবি কর্তৃক নাট্যশাস্ত্র, ঔপনিষদিক সূক্তি ও কবি পরিচয় দ্বারা মহাকাব্যটি সমাপ্ত হয়েছে।

অবশেষে বলা যায়, সুপ্রাচীন বৈদিকযুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত 'কুমার' নামটি সাহিত্য ও সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত। কুমারকর্ত্তিকেয়ের দেবত্ব আর্য এবং অনার্য সবার নিকটই বিশেষ আদরণীয়। সাধারণভাবে দেবতারা মনুষ্যদের সৃষ্টি-পালন-রক্ষাকর্তা, সেই দেবতাদের সেনাপতি তথা রক্ষাকারীরূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ কুমারকার্ত্তিকেয়। জগৎকল্যাণ বলতে সাধারণভাবে বোঝায় জগতের সার্বিক মঙ্গলসাধন, কেবলমাত্র জগৎকে রক্ষা নয়। স্কন্দ একদিকে যেমন তারকাসুর ও অন্যান্য অসুরদের বধ করে ত্রিভুবনকে রক্ষা করেছিলেন, অন্যদিকে জগতের সার্বিক কল্যাণে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কুমারকার্ত্তিকেয় এমন এক চরিত্র যার প্রভাব সাহিত্যে, সমাজে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, ধর্মীয়ক্ষেত্রে সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। শুধুমাত্র সংস্কৃত নয়, আঙ্গলভাষা, বঙ্গভাষা, তামিলসাহিত্যে বহু কবি তাঁদের রচনার মূল উপজীব্যরূপে ভগবানকার্ত্তিকেয়কে গ্রহণ করে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। যেমন সংস্কৃতসাহিত্যে মহাকবিকালিদাস তাঁর *কুমারসম্ভব*মহাকাব্যে, রেবাপ্রসাদদ্বিবেদী তাঁর *কুমারবিজয়* মহাকাব্যে, আঙ্গলসাহিত্যে R. Viswanathan এর লেখা *LORD MUROGAN karthikeya katha*, কন্নড়ভাষায় লেখা M.L. Raghavendra এর গ্রন্থ *Karthikeya Purana (Kannada)* বিশেষ প্রসিদ্ধ। আধুনিক সংস্কৃত কবি রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদীর লেখা *কুমারবিজয়*-মহাকাব্যে তিনি সাংসারিক কার্ত্তিকেয়কে প্রকাশিত করেছেন, যেখানে দেখানো হচ্ছে তিনি ব্রহ্মচারীব্রত অবলম্বন করলেও পত্নী দেবসেনা ও মাতা পার্বতীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন, যেটি বর্তমানসময়ে বেশ প্রাসঙ্গিক। এছাড়াও পুরাণগুলির কাহিনীতে দেখা যায় তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী হলেও অত্যন্ত বিনয়ী এবং নম্র স্বভাবের যা শিক্ষনীয়। কার্ত্তিকেয় চরিত্রটি তথাকথিত কুৎসিত রাজনীতির ঊর্দ্ধে গিয়ে প্রকৃত কল্যাণকারী চরিত্রের পরিচয় প্রদান করেছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখনীয়, পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে কুমারের জন্মরহস্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, হর-পার্বতী স্বর্গীয় একশতবছর রতিক্রীড়ার পরেও সন্তান উৎপন্ন না হওয়ায় দেবগণ চিন্তিত হলেন। কিন্তু তাঁদের সন্তান জন্মালে অত্যন্তবলশালী হবেন এবং স্বয়ং ইন্দ্রও তাঁর নিকট পরাস্ত হবেন। সুতরাং তাঁরা পরিকল্পনা করে পার্বতীর গর্ভে শিবের রেত স্থাপন না করার প্রয়াস করেন এবং বহির্পরিত্যক্ত রেত হতে অত্যন্ত অনাদরে কৃত্তিকাগণের দুগ্ধপান করে প্রকৃত জন্মপরিচয় ব্যতীত কুমার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন কিন্তু তা সত্ত্বেও কুমার দেবতাদের নির্দেশে জগতের হিতার্থে তারকাসুরকে বধ করেন। এখানেই তাঁর মহিমা প্রতিপাদিত হয়েছে। *মৃচ্ছকটিক*-প্রকরণে শর্বিলক রাত্রে চুরি করার সময় কার্ত্তিকেয়কে আহ্বান করেছেন - 'নমো বরদায় কুমারকার্ত্তিকেয়ায়, নমঃ কনকশক্তয়ে ব্রহ্মণ্যদেবায় দেবব্রতায়, নমো ভাস্করনন্দিনে, নমো যোগাচার্যায়, যস্যাহং প্রথমঃ শিষ্যঃ, তেন চ পরিতুষ্টেন যোগরোচনা মে দত্তা'[১৭]। এখানে তাঁকে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বনকারীদের আরাধ্যরূপে দেখানো হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে চৌর্যবৃত্তি সমাজের জন্য অহিতকর মনে হলেও চৌর্যবৃত্তিকে যদি একপ্রকার বৃত্তিরূপে দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে তিনি পরোক্ষভাবে একশ্রেণীর মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে

স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেছেন। অন্তিমে যেটি না উল্লেখ করলে অসম্পূর্ণ থেকে যায় সেটি হল তাঁর ধর্মীয়প্রভাব। সুপ্রাচীনকাল থেকে স্বর্গীয় দেবসেনাপতিরূপে তিনি পূজিত হয়ে আসছেন, সেই ধারা আজও অব্যাহত বঙ্গীয় ও তামিলসংস্কৃতিতে। বঙ্গীয়সংস্কৃতিতে বলিষ্ঠসন্তানের দাতারূপে কার্ত্তিকেয়র পূজা করা হয়। এই পূজা নবদম্পতি স্বেচ্ছায় করতে পারেন অথবা বর্তমানে নবদম্পতির গৃহে প্রতিবেশীদের দ্বারা কার্ত্তিকেয়র মূর্তি দেওয়া হয়, তারপর সাড়ম্বরে পূজা করা হয় এবং বঙ্গপ্রদেশে কোন দ্রব্য হারিয়ে গেলে হারাকার্ত্তিকেয়র পূজা করা হয়ে থাকে। তামিলসংস্কৃতিতে বিশেষ সাড়ম্বরে কার্ত্তিকেয়র পূজা করা হয়। তামিল ও মালয়ালম ভাষায় কার্ত্তিকেয় 'মুরুগান' ও কন্নড় ও তেলেগুভাষায় তিনি 'সুব্রাহ্মণ্যম্' নামে পরিচিত। দক্ষিণভারতে বহু কার্ত্তিকেয়র মন্দির রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম তামিলনাড়ুর 'তিরুনেলভেলি নেল্লাইয়াপ্পা' মন্দির ও শ্রীলঙ্কার দক্ষিণাংশে 'কথারাগম' নামক কার্ত্তিকেয়র মন্দির বর্তমান রয়েছে। সুতরাং জগতের সার্বিককল্যাণে কুমারকার্ত্তিকেয়র ভূমিকা অপরিসীম তা বলার অবকাশ রাখেনা।

উল্লেখপঞ্জি

১. *ঋগ্বেদ*- ২/৩৩/১২, ৫/২/১-২, ১০/১৩৫/৪ ।
২. *বাল্মীকি-রামায়ণ,* আদিকাণ্ড - ৩৭/২১-২৩ ।
৩. *তদেব,* ৩৯/২০-২২ ।
৪. *বৈয়াসিক-মহাভারত,* শল্যপর্ব, ৪১/৪৬-৪৭ ।
৫. *তদেব,* অনুশাসনপর্ব, ৭৪/৭৮-৮০ ।
৬. *বায়ুপুরাণ* ৭২/৩২-৩৪ ।
৭. *শিবপুরাণ,* জ্ঞানসংহিতা, ৯/২৫-২৭ ।
৮. *তদেব,* ১৯/১৩-১৬ ।
৯. *কালিকাপুরাণ,* ৪৬/১২-১৩ ।
১০. *তদেব,* ৪৬/৯১-৯২ ।
১১. *স্কন্দপুরাণ,* ২৬৩/১৩-১৫ ।
১২. *বরাহপুরাণ,* ২৫/৩২-৩৮।
১৩. *মৎস্যপুরাণ,* ৫/২৬-২৭।
১৪. *মৎস্যপুরাণ,* ২৬০/৪৫-৫১।
১৫. *কুমারসম্ভব,* ১০/৫৭-৫৯।
১৬. *কুমারবিজয়,* ৭/৭১।
১৭. অবিনাশচন্দ্র দে ও শুভেন্দু কুমার সিদ্ধান্ত(সম্পা.), *মৃচ্ছকটিক,* তৃতীয়াঙ্ক, পৃ. ২১৬)।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

ঋগ্বেদ-সংহিতা। সম্পা. রমেশ চন্দ্র দত্ত, অনু. নিমাই চন্দ্র পাল। কলকাতা : সদেশ, ২০০৭।

কালিদাস। *কুমারসম্ভব*। বাসুদেব শর্মা কর্তৃক সংশোধিত, মল্লিনাথ ও সীতারাম কৃত সঞ্জীবিনী টীকা সহ। মুম্বাই : নির্ণয় সাগর প্রেস্, ১৯৩৫।

দ্বিবেদী, রেবাপ্রসাদ। *কুমারবিজয়*। হিন্দি অনু. সদাশিবকুমার দ্বিবেদী। বারাণসী: কালিদাস সংস্থান, ২০০৭ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ। *হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ* (দ্বিতীয় পর্ব)। কলকাতা : ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫ (পুনর্মুদ্রণ)।

ব্যাসদেব। *বৈয়াসিক-মহাভারত*। সম্পা. ও অনু. হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ, *ভারতকৌমুদী* ও নীলকণ্ঠের *ভারতভাবদীপ* টীকা সহ। কলকাতা : বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৪০০ বঙ্গাব্দ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

_। *স্কন্দপুরাণ*। সম্পা. ও অনু. পঞ্চানন তর্করত্ন। কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ ।

_। *শিবপুরাণ*। সম্পা. ও অনু. পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ কর্তৃক পরিদৃষ্ট। কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ।

_। *কালিকাপুরাণ*। সম্পা. ও অনু. পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ কর্তৃক পরিদৃষ্ট। কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১২৮১ বঙ্গাব্দ।

_। *বরাহপুরাণ*। সম্পা. ও অনু. পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ কর্তৃক পরিদৃষ্ট। কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১২৯৬ বঙ্গাব্দ।

_। *মৎস্যপুরাণ*। সম্পা. ও অনু. পঞ্চানন তর্করত্ন। কলকাতা : বঙ্গবাসী-ইললেকট্রোমেসিনযন্ত্র, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

বাল্মীকি। বাল্মীকি-রামায়ণ (আদিকাণ্ড ২)। অনু. সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর। কলকাতা : বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৪২১ বঙ্গাব্দ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

শূদ্রক। *মৃচ্ছকটিক*। সম্পা. অবিনাশচন্দ্র দে ও শুভেন্দু কুমার সিদ্ধান্ত। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

Muthuswamy Sastrigal, T. K. *Karthikeya Katharnavam* (Text in Sanskrit with Commentary in Tamil). New Delhi, 1982.

Narayanan, Usha. *Kartikeya and his battle with the soul stealer.* Haryana: Penguin Random House India, 2018.